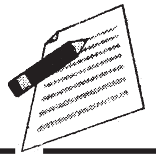

শব্দার্থ ও টীকা

15

বাক্যের রূপান্তর

(ক) গঠনগত, (খ) অর্থগত

15.1 প্রস্তাবনা

ভাষা ভাবের বাহন। ভাষা গঠিত হয় বাক্য নিয়ে। বাক্যই ভাবকে বহন করে। মনের বিচিত্র ভাব কিন্তু একরকম বাক্যে প্রকাশিত হয় না। তার নানান চেহারা, নানান ভাব। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক বিভিন্ন রকম বাক্যের প্রকৃতি। — (ক) আমি বই পড়ি। (খ) তুমি কী করছ? (গ) উঃ! কী শীত! (ঘ) তুমি গল্প বলো। (ঙ) তুমি গেলে আমি যাব। (চ) সীমা কাল বাড়ি যাবে। (ছ) যদি তুমি যাও তবে আমি যাব। (জ) তুমি যাবে কিন্তু আমি যাব না।

এই বাক্যগুলির মধ্যে (ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন চেহারার পরিচয় রয়েছে, আর (চ) থেকে (জ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন ভাব বা অর্থের প্রকাশ ঘটেছে। এই হিসেবে বাক্যের দুটি রূপ — (ক) একটি গঠনগত, অন্যটি (খ) অর্থগত।

আমরা এই দুটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

15.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি আলোচনা করলে আপনারা :

- বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য যে বিষয় ও ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তা জেনে বাক্যের রূপান্তর করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের শ্রেণি শনাক্ত করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

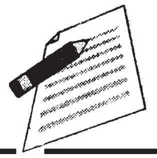

শব্দার্থ ও টীকা

- এই পাঠটি শিখলে অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবৈচিত্র্য জানতে পারবেন;
- বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- নিজেও এই অর্থের বাক্যকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারবেন।

15.3 বিষয়ের রূপরেখা

15.3.1 বাক্যের গঠনগত রূপ

গঠনগত দিক থেকে বাক্য চার রকমের — (ক) সরল বাক্য; (খ) যৌগিক বাক্য; (গ) জটিল বাক্য; এবং (ঘ) মিশ্রবাক্য।

(ক) সরলবাক্য : (সরল = সরাসরি)

(i) সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। (ii) সন্ধে হলে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

বাক্য দুটিতে 'ওড়াচ্ছে' এবং 'ফিরলাম' দুটি সমাপিকা ক্রিয়া। দুটি বাক্যের কর্তা 'সে' এবং 'আমরা'-র কাজ সম্পন্ন করছে। এ বাক্য দুটিকে বলে সরলবাক্য। কেননা এতে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) এবং একটি বিধেয় (ক্রিয়া) রয়েছে।

সুতরাং যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে বলে সরলবাক্য।

সরলবাক্য অর্থ কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক।

(খ) যৌগিক বাক্য : (যোগ করে গঠিত)

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

তিনি একাই পাহাড়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু উঠতে পারলেন না।

এখানে 'তিনি' কর্তার ক্রিয়া হল 'উঠলেন' আর 'তাঁর বন্ধু' কর্তার ক্রিয়া হচ্ছে 'পারলেন না'। দেখা যাচ্ছে দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং বাক্য দুটিকে যুক্ত করতে সাহায্য করেছে 'কিন্তু' এই অব্যয় বা সংযোজক শব্দটি।

সুতরাং, একাধিক সরল বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য যখন সংযোজক শব্দ বা বিভিন্ন জাতীয় অব্যয়পদ দিয়ে যুক্ত হয় এবং একটি পূর্ণবাক্যে পরিণত হয়, তাকে বলে যৌগিক বাক্য।

(গ) জটিলবাক্য :

একটি উদাহরণ — যে মেয়েটি এখানে এসেছিল, সে সতীর বোন ছিল না।

এখানে কর্তা 'মেয়েটি'র ক্রিয়া হল 'এসেছিল' এবং 'সে' কর্তার ক্রিয়া হল 'ছিল'। দুটি আলাদা বাক্য একসঙ্গে বসেছে ঠিক, কিন্তু বাক্যদুটিই প্রধান নয়। 'সে সতীর বোন ছিল না' বললে মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে। এটি একটি স্বাধীন খণ্ডবাক্য। কিন্তু 'যে মেয়েটি এখানে এসেছিল' বললে প্রশ্ন থেকে যায় 'কোন মেয়েটি?' সুতরাং এ খণ্ডবাক্যটি অন্য খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় একে বলে অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

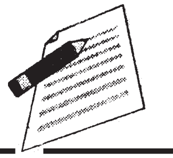

শব্দার্থ ও টীকা

একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য মিলে একটি পূর্ণবাক্য গঠন করলে তাকে বলে জটিল বাক্য।

(ঘ) মিশ্রবাক্য :

একটি উদাহরণ , 'বাড়িতে আরও জায়গা ছিল, কিন্তু সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই।' — এখানে 'বাড়িতে . . . ছিল' সরল বাক্য, 'সেটা . . . পারি নাই' জটিল বাক্য এবং 'কিন্তু' দুটি বাক্যকে যোগ করেছে। এটি মিশ্রবাক্য।

এভাবে মিশ্রবাক্য তৈরি হতে পারে — (i) সরল ও জটিল এর মিশ্রণে; (ii) যৌগিক ও জটিল বাক্যের মিশ্রণে; (iii) যৌগিক ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে; এবং (iv) সরল ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) জটিল : তাতে এই ঘটনা ঘটল যে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলা হল। (সরলবাক্য)
সরল : তাতে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলার ঘটনা ঘটল।

(খ) সরল : শীতকালে তাঁকে রোমনগরে যেতে হল। (জটিলবাক্য)
জটিল : যখন শীতকাল তখন তাঁকে রোমনগরে যেতে হল।

(গ) সরল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করে অনেক কিছু দেখতে পেলেন। (যৌগিকবাক্য)
জটিল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করলেন এবং অনেক কিছু দেখতে পেলেন।

(ঘ) জটিল : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যে-যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন তার অনুশীলনে বিরত হননি। (যৌগিক বাক্য)
যৌগিক : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন এবং তার অনুশীলনে বিরত হননি।

(ঙ) সরল : জেন্‌সন নামক এক ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। (জটিলবাক্য)
জটিল : জেন্‌সন নামে একজন ওলন্দাজ ছিলেন যিনি এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 15.1

1. ডানদিক থেকে বেছে ঠিক উত্তরটি শূন্যস্থানে বসান :

(ক) বাক্য ___________ শ্রেণিতে বিভক্ত। (দুই/ তিন/ চার)

(খ) সরলবাক্যে থাকে ___________ ক্রিয়া। (একাধিক সমাপিকা/ একটি সমাপিকা/ একটি অসমাপিকা)

(গ) যৌগিক বাক্য গঠনে দুটি বাক্যকে যুক্ত করা হয় ___________ দিয়ে। (বিশেষ্য পদ/ সর্বনাম পদ/ অব্যয় পদ।)

(ঘ) জটিল বাক্য গঠিত হয় ___________ দিয়ে। (একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য/ দুটি

শব্দার্থ ও টীকা

প্রধান খণ্ডবাক্য/ দুটি অপ্রধান খণ্ডবাক্য)

(ঙ) মিশ্রবাক্য হল __________ অন্যরূপ। (যৌগিক বাক্যের/ জটিল বাক্যের/ গঠনগত বাক্যের)

2. গঠনগত দিকে বাক্য কত রকমের ও কী কী?

3. একটি বাক্যে একাধিক ক্রিয়া থাকলে কী কী বাক্য হতে পারে?

4. ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :

(ক) একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একটি বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে। ( )

(খ) সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। ( )

(গ) কোনো সংযোজক শব্দ ছাড়া যৌগিক বাক্য তৈরি হতে পারে না।( )

(ঘ) জটিল বাক্যের দুটি বাক্যাংশই দুটি প্রধান খণ্ডবাক্য। ( )

(ঙ) একটি যৌগিক বাক্যকে সরলবাক্যে রূপান্তরের সময়ে দুটি সমাপিকা ক্রিয়াকেই অপরিবর্তিত রাখা যায়। ( )

15.3.2 বাক্যের অর্থগত দিক :

অর্থের দিক দিয়ে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল — (একটি ছকে দেখানো হল):

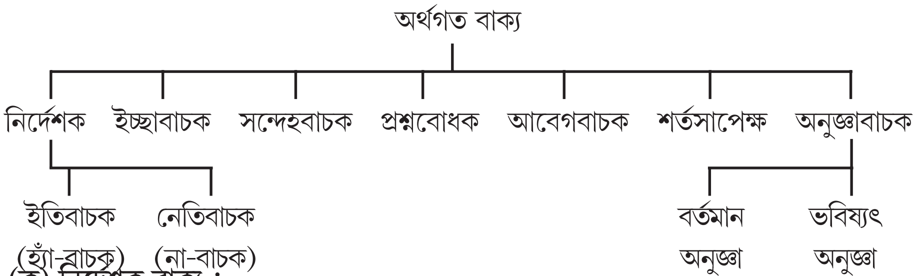

(ক) নির্দেশক বাক্য :

(i) আমি বাড়ি যাই। (ii) আমি বাড়ি যাই না।

বাক্যদুটির মধ্য দিয়ে দুটি আলাদা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে আর অন্যটিতে না-যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় নির্দেশক বাক্য।

যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে নির্দেশ করা হয় বা সাধারণভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে বলে **নির্দেশক বাক্য**।

আবার যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 'আছে' এটা এই অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য** বা **হ্যাঁ-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

আর, যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছু সম্বন্ধে অস্বীকার বা নিষেধ করা বোঝায়, তাকে বলে **নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য বা না-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

ওপরের (i) বাক্যটি অর্থাৎ 'আমি বাড়ি যাই' হল ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য এবং (ii) বাক্য, অর্থাৎ 'আমি

বাড়ি যাই না' হল নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য।

(খ) ইচ্ছাবাচক বাক্য :

(i) দীর্ঘজীবী হও। (ii) ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। (iii) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

তিনটি বাক্যের মধ্যে বক্তার ইচ্ছা, প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় **ইচ্ছাবাচক বাক্য**।

(গ) সন্দেহবাচক বাক্য :

(i) সম্ভবত সে অসুস্থ। (ii) বোধহয় তোমাকে দিয়ে কাজ হবে।

বাক্যদুটির মধ্যে সম্ভাবনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, নিশ্চয়তা নয়। (কিছুটা সংশয় থেকে যাচ্ছে — হতেও পারে, আবার না হতেও পারে, এমন)। এ জাতীয় বাক্যকে সন্দেহবাচক বাক্য বলে।

যে বাক্যে সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **সন্দেহবাচক বাক্য**।

(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য :

(i) আপনি যাবেন কি? (ii) শশী কোন্ কাজটা করতে পারে না?

বাক্যদুটিতে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **প্রশ্নবোধক বাক্য**।

যে বাক্য দিয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাকে বলে প্রশ্নবোধক বাক্য।

(ঙ) আবেগবাচক বাক্য :

(i) আহা! কী সুন্দরই না মেয়েটি! (ii) ছি:! একাজ তোমার!

প্রথম বাক্যে বক্তার মুগ্ধ হবার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর (ii) বাক্যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এজাতীয় বাক্যকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, মুগ্ধতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

(চ) শর্তসাপেক্ষ বাক্য :

(i) যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি এ কাজ করতে পারি। (ii) যদি কথা না শুনি, তাহলে তুমি কিছুই করতে পার না।

বাক্য-দুটিতে 'যদি - তবে', 'যদি - তাহলে' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি কাজের ওপর আর একটি কাজের নির্ভর করা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ একটা শর্ত থাকছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

যে বাক্যে 'যদি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে দুটি বিষয়ের মধ্যে শর্ত আরোপ করা হয় তাকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

(ছ) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

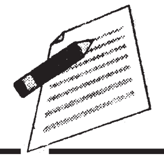

(i) কী করতে হবে বলুন। (ii) তুমি সেখানে যেও (যাবে)।

বাক্যদুটির (i) তে অনুরোধ করা এবং (ii) তে আদেশ করা বোঝাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা দুটি দুটি কালের — প্রথমটি বর্তমান কালের, আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ কালের। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আবার দুটি কাল-এ ব্যবহৃত হতে পারে — বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কেবল মধ্যম পুরুষেই ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান অনুজ্ঞা : বর্তমান কালের যে বাক্যে আদেশ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **বর্তমান অনুজ্ঞা**। যেমন: তুমি এ বইটা পড়ো তো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত যে বাক্যে অনুরোধ, উপদেশ, ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা**। যেমন, তুমি বইটা পোড়ো। বর্তমান অনুজ্ঞায় 'পড়ো' শব্দে আদেশ বা অনুরোধ এবং 'পোড়ো' শব্দে অনুরোধ বা আদেশ প্রকাশ পাচ্ছে।

সাধারণত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় 'ব', 'বে', 'বা' ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পোড়ো' শব্দটি 'পড়িও' শব্দের চলিত রূপ। 'ব', 'বে' না থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে 'পোড়ো' অর্থে 'পড়িবে' বলা হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) বিস্ময়সূচক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ কী অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

(খ) হ্যাঁ-বাচক (সদর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর।
না-বাচক (নঞর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ আদৌ মসৃণ নয়।

(গ) নঞর্থক : তিনি তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।
সদর্থক : তিনি কম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

(ঘ) আবেগসূচক বাক্য : কী অসাধারণ তাঁর গবেষণা!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর গবেষণা ছিল অসাধারণ।

(ঙ) হ্যাঁ-বাচক বাক্য : বাইবেল ছুঁয়ে বলতে হবে।
না-বাচক বাক্য : বাইবেল না-ছুঁয়ে বলা চলবে না।

(চ) এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক। (নির্দেশক বাক্যে)।
নির্দেশক বাক্য : এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকতে বলছি।

(ছ) মানুষ মরতে চায় না। (প্রশ্নবাচক বাক্যে)
প্রশ্নবাচক বাক্য : মানুষ কি মরতে চায়?

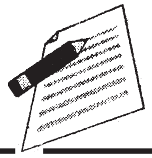

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 15.2

1. ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :

(i) অর্থগত দিকে বাক্য হল ছ-রকমের। (   )

(ii) অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে থাকে ইচ্ছার ভাব। (   )

(iii) প্রশ্নবোধক বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হয়। (   )

(iv) নির্দেশক বাক্যে স্বীকার অস্বীকার দুটোই করা যায়। (   )

(v) আবেগবাচক বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। (   )

2. অর্থগত বাক্য গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

3. নীচের বাক্যগুলিতে অর্থের দিক দিয়ে কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে? ডানদিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে মাঝের বন্ধনীতে তার সংখ্যাটি বসান :

(a) সন্দেহবাচক বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে	( )	(i)	একটি বিষয়ের ওপর আর-একটি বিষয়ের নির্ভরতার ভাব।
(b) আবেগসূচক বাক্যে রয়েছে	( )	(ii)	আকাঙ্ক্ষার ভাব।
(c) ইচ্ছাবাচক বাক্য প্রকাশ করছে	( )	(iii)	উপদেশের ভাব।
(d) শর্তসাপেক্ষ বাক্য হল	( )	(iv)	ঘৃণার ভাব।
(e) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য প্রকাশ করে	( )	(v)	সংশয়ের ভাব।

4. ইচ্ছাবাচক ও আবেগবাচক বাক্যের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখান।

15.4 আপনি যা শিখলেন

1. গঠনগত দিকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ;
2. বাক্যের শ্রেণিবিভাগে বাক্যের চেহারার পরিবর্তন;
3. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে মনের ভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার রীতিপ্রকৃতি;
4. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যের পরিচয়
5. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করার নিয়মকানুন;
6. অর্থগত দিকে বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণির কথা;
7. অর্থের দিক থেকে একটি বাক্য অন্যটির তুলনায় চেহারায় আলাদা হলেও অর্থ একই বজায় রাখে;
8. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের পারস্পরিক পরিবর্তনের নিয়মরীতি;

শব্দার্থ ও টীকা

9. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করে মনের ভাবের বৈচিত্র্য প্রকাশ করার বিষয়;

10. অর্থগত দিকের বাক্যের সঙ্গে গঠনগত বাক্যের পার্থক্যের কথা।

15.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

বাক্যের গঠনগত রূপ বিষয়ক:

1. শ্রেণিগত দিকে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে ক'ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

3. যৌগিক ও জটিল বাক্য কীভাবে গঠিত হয়। একটি করে উদাহরণ দিয়ে দু-প্রকার বাক্যের পার্থক্য দেখান।

4. গঠন-অনুসারে তৈরি বাক্যগুলিকে নির্দেশমতো পরিবর্তন করুন :

(ক) সুভাষ-কাকিমা আমাকে ডেকেছেন কাজেই আমি যাব। (সরলবাক্যে)

(খ) জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (যৌগিকবাক্যে)

(গ) দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে সেই আলোচনাই চালাচ্ছে। (যৌগিকবাক্যে)

(ঘ) তোমাদের পরিচিত সুরেনদা এখনই আসবেন। (জটিলবাক্যে)

(ঙ) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। (জটিলবাক্যে)

(চ) খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো — মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত। (জটিলবাক্যে)

বাক্যের অর্থগত রূপ বিষয়ক:

1. অর্থগত দিক দিয়ে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক রকম বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কোন্ কোন্ কালে ব্যবহার করা যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

3. নীচের বাক্যগুলিতে যে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার উল্লেখ করুন :

	আদেশ
(a) আপনারা বসে পড়ুন।	____________
(b) কোথা থেকে এলেন আপনি?	____________
(c) আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।	____________
(d) যদি তুমি একথা বল তাহলে আমাকেও কিছু বলতে হবে।	____________
(e) বেঁচে থাকো বাবা।	____________
(f) সে আসবে কিনা কে জানে।	____________

4. নির্দেশক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

5. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের নির্দেশমতো রূপান্তর করুন :

(ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? (নির্দেশকবাক্যে)

(খ) এতদিনে সবাই জানতে পারল কথাটা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(গ) এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি আমি। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(ঘ) জগতের কেউ কখনও শুনেছে? (সন্দেহবাচক বাক্যে)

(ঙ) সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(চ) আমি উঠে পড়লাম। (না-বাচক বাক্যে)

(ছ) এসব কথা বলা অনুচিত। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(জ) আমাকে আমার কাজ করতে দেওয়া হোক। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)

(ঝ) লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয়। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

15.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

15.1

1. (ক) দুই

(খ) একটি সমাপিকা

(গ) অব্যয় পদ

(ঘ) একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য

(ঙ) গঠনগত বাক্যের

2. চার রকমের। সরলবাক্য, যৌগিকবাক্য, জটিলবাক্য ও মিশ্রবাক্য।

3. জটিল, যৌগিক ও মিশ্র।

4. (ক) ✗ (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✗ (ঙ) ✗

15.2

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✓

2. চেহারার পরিবর্তন হলেও অর্থের দিক দিয়ে একই থাকে।

3. (a) (v) (b) (iv) (c) (ii) (d) (i) (e) (iii)

4. ইচ্ছাবাচক বাক্যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে আর আবেগবাচক বাক্যে প্রকাশ পায় বিস্ময়, ভয়, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি। উদাহরণ :

ইচ্ছাবাচক বাক্য : তুমি দীর্ঘজীবী হও।

আবেগবাচক বাক্য : হায়! এ কী হল!